মূলধন গঠন

সাধারণভাবে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলধনের বৃদ্ধি ঘটানো হয় তাকে মূলধন গঠন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে মুদ্রার সঞ্চয়, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও এর বিনিয়োগ ঘটে তাকে অর্থনীতিতে মূলধন গঠন বলে।

অধ্যাপক বেনহামের মতে,"কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি সমাজ তার মূলধনের যে পরিমান বৃদ্ধি সাধন করে তাকে উক্ত

সময়ের মূলধন গঠন বলা হয়।"

ধরি, বাংলাদেশে ২০০৫ সালে মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা এবং ২০০৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫০ কোটি

টাকা। এখানে বাৎসরিক মূলধন গঠনের পরিমান (১৫০-১০০) ৫০ কোটি টাকা এবং মূলধন গঠনের হার ৫০%।

মূলধন গঠনের উপায় (ডধু ঃড় ঋড়ৎসধঃরড়হ ড়ভ ঈধঢ়রঃধষ)

মূলধন গঠন মুলত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। মূলধন গঠনের প্রক্রিয়াটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা :

১) সঞ্চয়ের সার্মথ্য

২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা

৩) বিনিয়োগের সুবিধা

১)সঞ্চয়ের সামর্থ্য ঃ মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ তার সামর্থ্যরে উপর নির্ভর করে। সঞ্চয়ের সামর্থ্য আবার আয় ও ব্যয়ের

ব্যবধানের ওপর নির্ভর করে। আয় ও ব্যয় সমান হলে সঞ্চয় হবে শূন্য। ব্যয় থেকে আয় বেশি হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য তথা

সঞ্চয় হবে এবং এর একটি অংশ মূলধনে পরিণত হবে। যাদের আয় যত বেশি তাদের সঞ্চয়ের সামর্থ্যও তত বেশি।

অনুন্নত দেশের আয়ের পরিমাণ, মূল্যস্তর, পরিবারের আয়তন, রুচি, অভ্যাস, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা জীবনযাত্রার মান

ইত্যাদি সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ধারণ করে।

২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা: ইচ্ছার উপর সঞ্চয় নির্ভর করে। এমন অনেক লোক আছে যাদের প্রচুর আয় থাকা সত্বেও কোন সঞ্চয়

নেই। বস্তুত সঞ্চয়ের পরিমাণ বহুলাংশে সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। সঞ্চয়ের ইচ্ছা আবার নি¤েœর কয়েকটি বিষয়ের

ওপর নির্ভর করে। যেমন১. দূরদৃষ্টি : ব্যক্তি যদি দূরদর্শী হয় অর্থাৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বর্তমান আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয়

করে।

২. প্রতিপত্তি লাভের আকাক্সক্ষা : অনেক ব্যক্তি সমাজে সম্পদশালী, প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করার জন্য

আয়ের সম্পূর্ন ভোগ ব্যয় না করে সঞ্চয় করে, এ সঞ্চয় মূলধনে পরিণত হয়

৩. অধিক সুদের হার : সমাজে সুদের হার যখন বেশি হয়, তখন জনগন বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থেকে সঞ্চয়ে আগ্রহী

হয়। এতে মূলধন গঠিত হয়।

৪. নিরাপত্তা : সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ও জানমালের নিরাপত্তা ও সঞ্চিত সম্পদের নিরাপত্তা থাকলে মানুষ সঞ্চয়ে আগ্রহী

হয়।

৫. কৃপনতা : সমাজে অনেক ব্যক্তি আছে যারা খরচ করতে কৃপনতা করেন। তারা দৈনন্দিন খরচ বাঁচিয়ে সঞ্চয় করেন।

৬. বিনিয়োগের সুবিধা : যে সমাজে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে, অর্থাৎ বিনিয়োগ লাভজনক, সে সমাজের মানুষ

সঞ্চয়ে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

৭. কর ব্যবস্থা : কর ব্যবস্থা যদি এমন হয়, সে সঞ্চিত অর্থের উপর কোন কর দিতে হবে না, তখন মানুষ বেশি করে

সঞ্চয় করতে উদ্‌ধুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সরকারের করব্যবস্থা ও নীতি জনসাধারনের সঞ্চয় অভ্যাসকে প্রভাবিত করে।

৮. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণকে উৎসাহিত করা হয়। তাই ধনতান্ত্রিক

অর্থব্যবস্থায় সঞ্চয় ও মূলধন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৩) বিনিয়োগের সুবিধা: মূলধন গঠন অনেকাংশে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল

দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করে। হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণে জনগনের মধ্যে

জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। দেশে বা সমাজে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে একদিকে

উদ্যোক্তাগণের লাভ হবে, অন্যদিকে বিনিয়োগের পরিবেশ অনুকূল হলে সাধারণ জনগনের মধ্য থেকে অনেকে উৎসাহিত

হয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এর জন্য মূলধন গঠনের প্রচেষ্টা চালাবেন।